

এই দেশ, এই জনপদ.....

নন্দিনী হোসেন

২৮ জানুয়ারী ২০০৫

দেশে র্যাব নামানোর পর নাকি সন্ত্রাস অনেকটাই দমিত হয়েছে। অন্তত এরকমটাই শুনে আসছিলাম এতদিন। মানবাধিকারের কথা যতই বলা হোক না কেন, সাধারণ মানুষের কাছে নাকি র্যাবের কার্যক্রম বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আসলে, মানুষের পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে যায়, তখন চোঁখের সামনে খড়-কুঁটো যাই পায় মানুষ, স্বভাবতই তা আঁকড়ে ধরে বাঁচার শেষ চেষ্টা করে। র্যাবের জনপ্রিয়তা বা জনসমর্থন ও অনেকটা সে রকমই। বলতে কি নানা ধরনের কথা বার্তা এর বিপক্ষে থাকা সত্ত্বেও আমি নিজেও অনেকটা র্যাবের পক্ষেই ছিলাম। গতকাল এখানকার রাত তিনটার সময় বসে ইন্টারনেটে চ্যানেল আই দেখছিলাম। চ্যানেল আই তে দুটি অনুষ্ঠান আমি দেখার চেষ্টা করি একটা হচ্ছে তৃতীয় মাত্রা। বেশ ভালো একটি অনুষ্ঠান। আর অন্যটি শুক্রবারের সংবাদপত্রে বাংলাদেশ। এই দিন সরাসরি দর্শকেরা প্রশ্ন করতে পারেন। এই অনুষ্ঠানে এক দর্শক একটি প্রশ্ন রেখেছেন, যা আসলে অনেকের ই মনের কথা। যাক, এ বিষয়ে আসছি পরে।

হবিগঞ্জে যে মর্মান্তিক, বর্বর ঘটনা টি ঘটে গেলো, তা বিশদ ভাবে জানার জন্য, বোঝার জন্য, প্রায় ভোর রাত পর্যন্ত বসে ছিলাম ইন্টারনেটের বাংলাদেশী পত্রিকা গুলো নিয়ে। আর এক ই সাথে ইন্টারনেটে চ্যানেল আইর সংবাদ, বিবিসি বাংলা সহ সব গুলো খবর শুনে, স্তব্ধ হয়ে থাকি প্রায় সারা টা রাত। বিদেশে বসবাস রত অনেকের মত ই আমার একটা অভ্যাস হচ্ছে, দেশের খবরের জন্য যত ভাবে পারা যায় সব গুলো মাধ্যমে খোঁজ খবর রাখা। সব গুলো মাধ্যমের খবর হেঁকে তুলে নিজের মতো একটা ধারণা গড়ে উঠে স্বাভাবিক ভাবেই।

একটার পর একটা ভয়াবহ রক্তপাতের ঘটনা ঘটে চলেছে অথচ একটা ঘটনার ও কোন কুল-কিনারা নেই। কাউকে ধরা হচ্ছে না, কারো বিচার হচ্ছে না। এত বড় বড় সব ঘটনা ঘটে যাবে একের পর এক, আর সরকার নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবে; কোন সভ্য দেশে তা কি ভাবা যায়? এত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে র্যাব দিয়ে কিছু সন্ত্রাসীদের *ফ্রস ফায়ারে* মেরে ফেললেই কি দেশ সন্ত্রাস মুক্ত হয়ে যাবে? রাঘব বোয়ালরা সব ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকলে, বার বার হবিগঞ্জের ঘটনা ঘটতেই থাকবে। কিছু দিন পর পর ইট্টাক ভর্তি সব অস্ত্র ধরা পরে, কিন্তু তারপর আর কোন খবর নেই।

এ যেন অনেকটা নিয়ম হয়ে গেছে। এক একটা ভয়াবহ বর্বর ঘটনা একের পর এক ঘটতে থাকবে। কদিন চলবে হৈ চৈ। চলবে নানা মত, নানা পদের কথাবার্তা। চলবে বড় দু'দলের একের উপর অন্যের দোষ চাপানোর খেলা। তারপর একদিন তিথিয়ে যাবে সব। আবার কিছু দিন পর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে। আবার সেই গতানুগতিক নাটক মঞ্চস্থ হবে। হতে থাকবে। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, যে কিছু ঘটলে আগে থেকেই জনগন বলে দিতে পারে তারপর কি কি দৃশ্য মঞ্চস্থ হবে। কোন হেরফের নেই। দুই দল এবং তাদের সমর্থক রা প্রায় অভিন্ন সুরে কথা বলবে। কদিন আন্দোলন আন্দোলন খেলায় সাধারণ মানুষের কিছু ভোগান্তি হবে। সরকার তা দমনের নামে নীরিহ সব মানুষ দিয়ে কারাগার ভরে ফেলবে। কদিনের খেলা শেষে হাঁপিয়ে উঠে হাত পা ঝেড়ে ফেলে বিমোবে আবার সবাই।

এ করে কি একটি দেশ চলে? মনে কি হয় কেউ এই দেশ টাকে সত্যি সত্যি চালাচ্ছে? এ যেন মাঝিহীন পাল তোলা নৌকা। ঝড়ের টালমাটাল তান্ডব যখন যে দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তখন সে দিকে হেলে পরছে। মানুষ গুলো মরতে মরতে বেঁচে আছে আধমরা হয়ে।

কাল রাতে যখন চ্যানেল আইয়ের ‘সংবাদ পত্রে বাংলাদেশ’ অনুষ্ঠান দেখছিলাম তখন একজন দর্শক যে প্রশ্নটি করেন, তাহলে র‍্যাব আওয়ামী সন্ত্রাসী, বিনপি সন্ত্রাসীকে ফ্রস ফায়ারে মারছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন জামাতী সন্ত্রাসী ফ্রস ফায়ারে মারা গেলো না কেন? যাও বা দু একজন কে ধরা হয়েছে, তাদের ফ্রস ফায়ারে মরতে হয় নি। নিরাপদ আশ্রয়ে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাহলে কি ধরে নিতে হবে জামাতীরা ধোয়া তুলসী পাতা? সন্ত্রাসের সাথে তাদের কোন ই সম্পর্ক নেই? আসলে এর পিছনে রহস্যটা কি? র‍্যাব বা সরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কি তা জনগনকে পরিষ্কার করে কিছু জানতে দেবেন? একটা কথা আছে যে, যখন আসল সত্যি টা মানুষ কে জানতে দেওয়া হয় না, অথবা জানার স্বচ্ছ কোন প্রক্রিয়া থাকে না, তখন জনগনের মনে নানা ধরনের বিভ্রান্তি দেখা দেয়। গুজবের নানা সত্যি মিথ্যা ডাল পালা ছড়ায়। যা, যে কোন দেশ, জাতি এবং সরকারের জন্য ও খুব ই ক্ষতিকর। বিনপিকে একটি কথা মনে রাখতে হবে তারা যদি টিকে থাকতে চায়, তাহলে জামায়াতী সহ সব মৌলবাদী দলের সাথে সংস্রব ত্যাগ করতে হবে। না হলে হয়তো এমন দিন ও আসতে পারে, যখন জামাতের আগ্রাসী ক্ষুধার কাছে তারা বিলীন হয়ে যাবে!

বাংলা ভাই কেন ধরা পরে নি আজও, এর উত্তরটাই বা কি? এমন কি শক্তি তার পিছনে আছে, যা দেশের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের চেয়ে ও বড়? র‍্যাব কেন তাকে খুঁজে পায় না? কি রহস্য এর পিছনে কাজ করছে? কারা বাংলার নরম পলি মাটির বদলে, আফগানের কঠিন, কঠোর কর্কশ মাটির নেশায় মশগুল হয়ে আছে? কি এমন লুকিয়ে আছে আফগানের ধুসর ভূমিতে, যা আমাদের আজ বড়ই প্রয়োজন! এখন ও সময় আছে বাংলা ভাই কে গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক। বন্ধ করা হোক ইসলামী মৌলবাদী সব গুলো দলের রাজনৈতিক কার্যক্রম। তা হলেই বেড়িয়ে আসবে এত দিনের সব বোমা, গেনেড হামলার নেপথ্য নায়ক কারা। বোমাবাজী হয়তো শুধু তখনই একমাত্র বন্ধ হবে, তার আগে নয়।